নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

আমার ভার লাঘবের প্রয়োজন নেই। পথ ছাড়ো, আমার তাড়া আছে।
তাড়া তো আমারো আছে স্যার! তার জন্যে রাস্তার মোড়ে গাড়ি ভাড়া করে রেখে এসেছি—নিন, চটপট দিন।
বেশী দেরী করার উপায় নেই হোঁৎকাবাবু! তাই নিজেই নিয়ে নিলাম।
অ্যাই! অ্যাই! দিয়ে দাও, দিয়ে দাও বলছি!
ধরো, ধরো! পাকড়ো, পাকড়ো! পুলিস, পুলিস!
কি, হইয়েসে? এত্তো চিলাচ্ছেন কেনো মোশাই?
আমি চিল্লাবো না তো কি তুমি চিল্লাবে? আমার টাকা শুদ্ধ ব্যাগ ছিনতাই হয়ে গেলো আর উনি এতোক্ষণে এসেছেন ইয়ে করতে।
চলুন, আপনাকে এখুন থানায় যেতে যোবে।
আমার জিনিস খোয়া গেলো আবার আমাকেই বলে থানায় যেতে হবে! আগে শিগগির চোর পাকড়াও করো।
সে পড়ে পাকড়িয়ে লিবো মোশাই!
হ্যাঁ, সে তোমাদের পাকড়াবার আশায় রাস্তার মোড়ে বসে থাকবে। ঠিক আছে, চলো থানাঅফিসারের সঙ্গে কথা বলে দেখি।
আরে আমি তো ওহি কোথ বলছিলাম।

থানায়
একটা নচ্ছার বছর কয়েক ধরে আমাদের নাজেহাল করছে। ব্যাটাকে কিছুতেই ধরতে পারছি না। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেই একই লোকের কাজ। দেখুন তো এই কিনা?
এই তো! সেই ব্যাটাই তো বটে!
এবার একে ধরার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।
এ কি স্যার! আপনি যে একেবারে ধ্বসে গিয়েছেন! কি হয়েছে স্যার?
ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে এক ব্যাটা সব টাকা ছিনতাই করে নিয়েছে রে কেল্টু!
পরে
এবার ছুটির আগে স্যার বলেছিলেন ফিস্ট হবে। তার দফা বোধহয় রফা হয়ে গেলো, নন্টে।
ঐ ব্যাটা ছিনতাইবাজটাই সব পণ্ড করে দিলো। একবার দেখতে পেলে—
স্যার এই চিঠিটা তাড়াতাড়ি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে বললেন। খুব জরুরী চিঠি। আমিই যেতুম—কিন্তু স্যারকে দেখাশুনা করতে হচ্ছে তাই—
কেল্টোটা একের নম্বরের ফাঁকিবাজ। কাজ করতে হলেই আমাদের ঘাড়ে চাপায়।
নন্টে, দেয়ালে কি একটা সাঁটা রয়েছে। চল তো দেখি ওটা কি!

ফন্টে, মনে হচ্ছে এইই স্যারের ব্যাগ ছিনতাই করেছে।
আমারও তাই মনে হয়। ব্যাটা পুল্লাপো পাপী তাই পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
সন্ধান চাই
সন্ধান বা ধরিয়া দিলে ৫০০ টাকা পুরস্কার
হেঃ। হেঃ! আমার নাম লেটুরাম খেটুয়া। আমাকে ধরা অতো সহজ নয়। তবে এখন কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হবে।
পরদিন
জয় কালী!
!
একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী মনে হচ্ছে স্যার।
ভদ্র, অনধিকার প্রবেশ মার্জনা করিবেন। আপনাকে দেখিয়া প্রতীয়মান হইতেছে আপনি অত্যন্ত মনোকষ্টে আছেন।
হ্যাঁ, স্বামিজী! কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?
জয় কালী। আমার অন্তরে খোঁচা মারিয়া মা ই আমাকে জানাইয়া দেন ভদ্র। আপত্তি না থাকিলে মায়ের আদেশে আপনার সমস্যা নিরসনের প্রয়াস করিতে পারি।
বিলক্ষণ। কোন আপত্তি নেই। যে বিপদে পড়েছি প্রভু, তার থেকে যদি আমাকে মুক্ত করতে পারেন তবে আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু আপনি কি তা পারবেন?

জয় কালী! মায়ের কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়, ভদ্র। আর মায়ের নির্দেশে আমি বিপন্নের সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু সব কথা প্রকাশ্যে বলা অনুচিত।
ঠিক কথা। ভিতরে চলুন।
তোরা এখানে বসে গুলতানি করছিস ওদিকে স্যারের কাছে এক সাংঘাতিক কাপালিক সাধু এসেছেন। কি তেজ রে মাইরি!
তাই নাকি? চল ফন্টে দেখি গিয়ে।
আমি সঙ্গোপনে আপনাকে কিছু নিবেদন করিতে চাই। ইহারা কাহারা
এরা এই বোর্ডিংএরই ছাত্র।
উত্তম। কিন্তু চপলমতি বালকদের সম্মুখে গোপন কিছু না বলাই শ্রেয়। কারণ উহারা সবকিছু প্রকাশ করে।
নন্টে আর ফন্টে। তোমরা এখন তোমাদের ঘরে যাও
এবার বলুন স্বামিজী।
অতি সম্প্রতি আপনার মূল্যবান কিছু অপহৃত হইয়াছে। সেই বস্তু ফিরিয়া পাইলে আপনি উদ্ধার পাইবেন
আশ্চর্য।
জয় কালী! কিছুই আশ্চর্য নহে ভদ্র! মা তার ভক্তকে সবকিছুই অবগত করান। মায়ের নির্দেশে আমি এমন কার্য করিব, সেই পাষণ্ড উন্মাদের মতো ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু —

কিছু শর্ত আপনাকে পালন করিতে হইবে ভক্ত!
আপনি বলুন। আমি নিশ্চয়ই পালন করবো।
জয় কালী! প্রথম, সমস্ত কার্যটাই কিছু সময় সাপেক্ষ। তাই আমাকে আপনার এইস্থানে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইবে। দ্বিতীয়, আমি এইস্থানে আছি এই বার্তা প্রচার না হয়। তৃতীয়, যতদিন না কার্যসিদ্ধি হয় ততদিন কেহ আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না।
তাই হবে। কিন্তু আপনার আহার্যের কি ব্যবস্থা হবে?
আমার আহার্যের নিমিত্ত বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। দ্বিপ্রহরে মাংস সহযোগে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল সিদ্ধ আর নিশীথে গোদুগ্ধের সহিত কদলী।
আপনার কথা মতোই হবে।
আপনি এই ঘরেই থাকবেন। কেউ আপনার ব্যাঘাত ঘটাবে না। তাহলে আসি, প্রভু?
জয় কালী!
একটু পরে
হাঃ হাঃ! হোঁৎকার টাকা লোপাট করে আবার ওরই কাঁধে চেপে আত্মগোপনের দিব্যি ব্যবস্থা করেছি।
ছোঁড়াদুটোকে একটু নজরে রাখতে হবে। ওরা আমার ছবিটা দেখেছে। তবে গোদাটাকেই যখন ধোঁকা দিয়েছি…
রাত্রে
দেখলি তো! কেল্টে রইলো আর আমাদের হাঁকিয়ে দিলে। দ্যাখ নন্টে, আমার মনে হচ্ছে এই স্বামিজীকে কোথাও দেখেছি।

আশ্চর্য কি! হয়তো রাস্তাঘাটে দেখে থাকবি।
কি বললি, রাস্তাঘাটে দেখেছি—
ঠিক বলেছিস নন্টে। রাস্তাতেই দেখেছি। কাল সকালে তোকেও দেখাবো।
পরদিন
ঐ দ্যাখ ফন্টে। আমাদের স্বামিজী।
সন্ধান চাই
সন্ধান বা ধরিয়া দিলে ৫০০ টাকা পুরস্কার
কি যা তা বলছিস? এ তো সেই স্যারের ব্যাগ চোট্টা।
আচ্ছা তোকে দেখাচ্ছি।
কিরে? এবার আমাদের স্বামিজীকে পেলি?
সন্ধান চাই
সন্ধান বা ধরিয়া দিলে ৫০০ টাকা পুরস্কার
তাইতো! সেই ব্যাটা স্বামিজীই তো বটে রে ফন্টে।
হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে এখন কি করা যায় ফন্টে?
সন্ধান বা ধরিয়া দিলে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাওয়া যায়।
একটা মতলব মাথায় গজিয়েছে নন্টে শোন্—
ওঃ, দারুণ! তারপর ব্যাটা নাজেহাল হয়ে ঘর থেকে বেরোলেই খপ—
সেদিন রাত্রে
আঃ! খাওয়াটা ভালোই হয়েছে। দুপুরে মাংস ভাত, এখন চারটে মর্তমান কলার সঙ্গে সের খানেক দুধ। তোফা। এবার শুয়ে পড়া যাক। এখন আর পরচুলের দরকার নেই।

মাঝরাতে
লঙ্কার ধোঁয়া আরো কিছুক্ষণ ভেতরে ঢুকুক। তারপর একসঙ্গে চ্যাঁচাবো।
আগুন! আগুন
ওরে বাবা, আগুন! ধোঁয়ায় নাক চোখ জ্বলে গেলো! (খক্ খক্)
দরজাটা কোন্ দিকে?
স্বামিজী! স্বামিজী—ওক!
ওরে বাবারে! আগুন—কোক!
আমাদের হাত লাগাবার আর প্রয়োজন নেই নন্টে।
পুরস্কারটা তাহলে আমরাই পাচ্ছি। যে ভাবেই হোক। কি বল?
নিশ্চয়।
এবার থানায় খবর পাঠাই।
পুলিস না আসা পর্যন্ত উঠবেন না স্যার।
উফ! উফ! গেলুম
আপনিই পুরস্কারের টাকাটা পাবেন। দারুণ বীরত্ব দেখিয়েছেন স্যার।
ব্যাটা যোগ হয়ে কিনা বাঘের গুহায় বাসা বেঁধেছিলো।
এটা কি হলোরে নন্টে?
উলট পুরাণ।
বুঝলি নন্টে আর ফন্টে। সে কি কাণ্ড! স্যার চোরটাকে জুডোর এক প্যাঁচে ঘায়েল করে তারপর ওর ওপর চেপে বসে—
শাট আপ চামচে।
হ্যাঁ, একেবারে চুপ।